গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট
তেজগাঁও, ঢাকা।
ওয়েব সাইটঃ http://giu.portal.gov.bd

স্মারকঃ **০৩.০৯২.০১৮.০০.০০.০১৮.২০১৫ /** ৩০ তারিখঃ ১৪.০১.২০১৬

বিষয়ঃ সিটি কর্পোরেশন / পৌরসভা / জেলা শহরের নির্ধারিত স্থানে ২০১৬ সালের কোরবানির পশু জবাই নিশ্চিতকরণ এবং পশু মোটাতাজাকরনে রাসায়নিকের ব্যবহার রোধ সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরনী।

সভাপতিঃ মোঃ আবদুল হালিম, মহাপরিচালক, গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট ।

তারিখ ও সময়ঃ ১০ জানুয়ারী ২০১৬, বিকেল ৩:০০ টা

স্থানঃ সভাকক্ষ (২য় তলা)

উপস্থিতির তালিকা: পরিশিষ্ট

সভার শুরুতে সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভায় বিস্তারিত আলোচনাক্রমে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।

ক। নির্ধারিত স্থানে পশু জবাই নিশ্চিতকরণ

লক্ষ্য	সিদ্ধান্ত	সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ
১। কোরবানির স্থান নির্ধারণ ও কোরবানি প্রদানের উপযোগীকরণ	সিটি কর্পোরেশনের কর্মচারী ও কাউন্সিলরদের সহায়তায় কোরবানির উপযোগী স্থানসমূহ চিহ্নিতকরণ। কোরবানির জন্য স্থানীয় কাউন্সিলরের নেতৃত্বে ওয়ার্ড কমিটি গঠন (৫-৭ সদস্যের)।	১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬	স্থানীয় কাউন্সিলর / আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা। (সংশ্লিষ্ট প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বিষয়টি নিশ্চিত করবেন)
	নির্ধারিত স্থানে কোরবানি নিশ্চিতের জন্য প্রতিটি সিটি করপরেশনের জন্য কাউন্সিলরের নেতৃত্বে গঠিত কমিটিতে সিটি কর্পোরেশনের একজন কর্মকর্তা কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবেন। কর্পোরেশনের ভেটেরেনারি বিভাগ, পরিচ্ছন্নতা বিভাগ, কোরবানি দাতাদের ২ জন, কোরবানির পশু জবেহ কারিদের ২ জন,নির্ধারিত স্থানের মালিক পক্ষের ২ জন সহ স্থানীয় অবস্থা বিবেচনা করে আরও ২-৩ জন ব্যক্তিকে নিয়ে প্রতিটি নির্বাচিত স্থান পরিচালনা কমিটি গঠিত হবে।		
	প্রতিটি নির্ধারিত স্থানের Catchment area এমনভাবে নির্ধারণ করা যেন কোন এলাকা বাদ না পরে।	১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, প্রধান পরিছন্ন কর্মকর্তা, ভেটেরেনারি বিভাগ

	প্রতিটি Catchment area-য় যে সকল মসজিদের ইমাম, মোয়াজ্জেন বা অপর কোন ব্যক্তি কোরবানির পশু জবাই করে থাকেন তাদের নাম, ঠিকানা, পেশা ও মোবাইল নম্বর সংগ্রহ ও তালিকাভূক্ত করা। সেক্ষেত্রে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যেন, ১৮ বছর বয়সের নীচে (বিশেষত: মাদ্রাসার ছাত্র) কেউ পশু জবাই / মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণের সাথে যুক্ত না থাকে । সম্ভাব্য জবাইকারিদের (পেশাদার কসাইসহ) তালিকা বা মোট সংখ্যা সিটি করপরেশনে প্রেরণ।	২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬	সংশ্লিষ্ট স্থানীয় ওয়ার্ড কমিটি (সংশ্লিষ্ট প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বিষয়টি নিশ্চিত করবেন)
	তালিকাভূক্ত ইমাম, মোয়াজ্জেন ও অন্যান্য ব্যক্তিদের সহায়তায় ২০১৫ সালে ঐ এলাকায় কতসংখ্যক খাসি, বকরি, ভেড়া, গরু, মহিষ কোরবানি প্রদান করা হয়েছিল তার আনুমানিক সংখ্যা / তথ্য সংগ্রহ করা। সংগৃহীত তথ্য সিটি করপরেশনে প্রেরণ ।	২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬	সংশ্লিষ্ট স্থানীয় ওয়ার্ড কমিটি (সংশ্লিষ্ট প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বিষয়টি নিশ্চিত করবেন)
	গতবছরের সংখ্যার আলোকে ১০% যোগ করে চলতি ২০১৬ সালে এ এলাকায় কত সংখ্যক খাসি, বকরি ভেড়া, গরু ও মহিষ বা অন্য পশু কোরবানি প্রদান করা হবে তার অনুমেয় সংখ্যা নির্ধারণ এবং সম্ভাব্য কত সংখ্যক লোক কোরবানি প্রদান করবে তা নির্ধারণ করে সিটি করপরেশনে প্রেরণ । সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রাপ্ত তথ্য একীভুতকরণ ।	২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬	সংশ্লিষ্ট স্থানীয় ওয়ার্ড কমিটি (সংশ্লিষ্ট প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বিষয়টি নিশ্চিত করবেন) ভেটরেনারি বিভাগ বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
	প্রতিটি নির্ধারিত স্থানে পশুর চামড়া সংগ্রাহকদের তালিকা প্রণয়ন।	২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬	সংশ্লিষ্ট স্থানীয় ওয়ার্ড কমিটি এবং স্থান পরিচালনা কমিটি । (সংশ্লিষ্ট প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বিষয়টি নিশ্চিত করবেন)
	সংগৃহীত তথ্য অনুসারে কোরবানির পশু জবাইয়ের জন্য পূর্বেকার নির্ধারিত স্থান যথার্থ না হলে আরও স্থান খুজে বের করা এবং নতুন জায়গায় নির্বাচিত স্থান পরিচালনা কমিটি গঠন করা।	২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬	সংশ্লিষ্ট স্থানীয় ওয়ার্ড কমিটি (সংশ্লিষ্ট প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বিষয়টি নিশ্চিত করবেন)
	নির্ধারিত স্থান গুলোকে ২০১৬ সালের ঈদুল আযহা, তৎপূর্ববর্তী ও পরবর্তীকালে বৃষ্টিপাত/ দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া মোকাবেলার উপযোগী করে তৈরি করা। পানি ,বিদ্যুৎ ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।	৩১ মার্চ, ২০১৬	কাউন্সিলর / আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা /প্রকৌশল বিভাগ
২। কোরবানির পশু জবাইকারিদের দক্ষতা বৃদ্ধি	কোরবানির স্থান পরিচালনা কমিটি কর্তৃক তালিকাভুক্ত কোরবানির পশু জবাইকারি ইমাম, মাওলানাদেরকে নির্ধারিত স্থানে পশু জবাই আইন, নির্ধারিত স্থানে পশু জবাইয়ের সুবিধা, পরিচ্ছন্নতা, পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদান, সৌদি আরব সহ বিভিন্ন মুসলিম প্রধান দেশে কোরবানি প্রদানের দৃষ্টান্ত বিষয়ে মতবিনিময় সভার আয়োজন করে উপস্থাপন করা ।	৩০ এপ্রিল, ২০১৬	সংশ্লিষ্ট প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
৩। জনমত গঠন	ধর্মীয় নেতা , সম্প্রতি হজ্জব্রত পালন করেছেন এমন গণ্যমান্য ব্যক্তি, পরিবেশ বিষয়ক সংগঠন, জেলা প্রশাসন, মেট্রো পলিটান পুলিশ, জেলা পুলিশ, আইনজীবীদের প্রতিনিধি, সিভিল সোসাইটি, সাংবাদিক, জেলা চেম্বার অব কমার্স, সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা/ কর্মচারি, চামড়া ব্যবসায়ী, মাংস প্রস্তুতকারি (কসাই) প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময়।	৩০ এপ্রিল, ২০১৬	সংশ্লিষ্ট প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

	সৌদি আরব, মালয়েশিয়া, মিশরসহ বিভিন্ন মুসলিম প্রধান দেশে কোরবানি প্রদান পদ্ধতি, সম্মানিত হজ্জব্রত পালনকারী ব্যাক্তিদের সাক্ষাতকার এবং এ সংক্রান্ত প্রচলিত আইনে পরিচ্ছন্নতা, জনস্বাস্থ্য, নির্দিষ্টস্থানে পশু জবাইয়ের উপযোগিতা বিষয়ে লিফলেট, পোস্টার বিতরণ, পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রদান, বেতার ও টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে প্রচার, অবস্থাভেদে মাইকে প্রচার, পাড়া ও মহল্লায় উদবুদ্ধকরণসভা পরিচালনা।	১ ফেব্রুয়ারি হতে	সচিব স্থানীয় সরকার বিভাগ, সচিব তথ্য মন্ত্রণালয়, সচিব ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সকল বিভাগীয় কমিশনার, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিটি কর্পোরেশন)
৪।বেসরকারি উদ্যোগকে উৎসাহ যোগানো	কোরবানি দাতাদের পক্ষে গরু ছাগল ক্রয় থেকে শুরু করে কোরবানি প্রদান এবং মাংস প্রক্রিয়া করে দাতাদের ঠিকানায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে আসার জন্য উৎসাহ যোগান ও লাইসেন্স প্রদান এবং পশুজবাইয়ে অটোপ্রসেসিং মেশিনের ব্যবহার প্রসারকরণে উৎসাহ প্রদান। অঞ্চলভিত্তিক কোরবানির মাংস প্রক্রিয়াকরণে সংশ্লিষ্ট বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রণয়ন।	১ এপ্রিল – ৩০ মে ২০১৬	ধর্ম মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, সিটি কর্পোরেশন, (প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কোরবানির মাংস প্রক্রিয়াকরণে সংশ্লিষ্ট বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রণয়ন বিষয়টি নিশ্চিত করবেন)
	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকা অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ বিধায় এখানে কোরবানির পশু ক্রয়ের পরে অনেকেই ভাড়ার বিনিময়ে তা দেখভাল করে থাকেন। ঐ ভাড়ার বিনিময়ে দেখভালকারীদের ব্যবস্থাপনায় একই স্থানে অনেক পশু কোরবানির ব্যবস্থা করা।	৩০ মে – ৩০ জুলাই, ২০১৬ (প্রতি ১৫ দিন অন্তর রিভিউ করতে হবে)	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন
	সরকারি কলোনি ,পাড়া ,মহল্লা ভিত্তিক কমিটিকে যত্র –তত্র কোরবানির পশু জবাইয়ের পরিবর্তে স্ব –স্ব উদ্যোগে স্থান নির্ধারণ করে সেখানে কোরবানির ব্যবস্থা করার জন্য উদবুদ্ধকরণ। কোরবানীর মাংস বহনের জন্য আকর্ষনীয় ব্যগ সরবরাহের নিমিত্ত বানিজ্যিক / অবানিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে আহ্বান জানানো ।	মার্চ হতে ঈদের ১০ দিন পূর্ব পর্যন্ত (স্থানীয় কাউন্সিলর বিষয়টি ১৫ দিন অন্তর অন্তর রিভিউ করবেন)	স্থান পরিচালনা কমিটি, স্থানীয় কাউন্সিলর, আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা বা সিটি কর্পোরেশন নির্ধারিত অপর কোন কর্মকর্তা
৫। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম	সিটি করপরেশনের নির্ধারিত স্থান ব্যতীত যত্র –তত্র পশু জবাই এখন থেকেই বন্ধ করা। অবৈধভাবে মোটা তাজা করা পশু বিক্রয় ও জবাই বন্ধ করা এবং মাংস বিহীন দিবসে পশু জবাই বন্ধ করা বিষয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রচলিত আইন উল্লেখপূর্বক জেলা প্রশাসক, সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে। পশু জবাইয়ের জন্য যেখানে পর্যাপ্ত সরকারি জায়গা নেই সেখানে সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভার তত্ত্বাবধানে পশু জবাই নিশ্চিত করতে হবে।	২০ জানুয়ারি ২০১৬ থেকে	সিটি কর্পোরেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ভেটেরেনারি কর্মকর্তা, ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা প্রশাসন, মেট্রপলিটান পুলিশ, জেলা ও বিভাগীয় প্রানিসপম্পদ কর্মকর্তা (প্রতি মাসে নিয়মিত অন্তত ০২ বার স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়কে রিপোর্ট পাঠাতে হবে) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ (জেলা ও মাঠপ্রশাসন অনুবিভাগ) ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার বিষয়টি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, মেট্রপলিটন পুলিশ এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সঙ্গে সমন্বয় নিশ্চিত করবেন

৬।সম্ভাব্যব্যয় নির্ধারণ ও তার সংস্থান	২০১৬ সালের ঈদুল আযহার পশু নির্ধারিত স্থানে জবাইয়ের সামগ্রিক ব্যয় নির্বাহে সিটি কর্পোরেশনের আর্থিক ক্ষমতার কোন ঘাটতি থাকলে তা স্থানীয় সরকার বিভাগকে অবহিত করবে এবং স্থানীয় সরকার বিভাগ সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	মার্চ ২০১৬	স্থানীয় সরকার বিভাগ, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সিটি কর্পোরেশন
৭।সুষ্ঠুভাবে কোরবানি প্রদান নিশ্চিত করণ	ইদুল আযহার কয়েকদিন পূর্বে সিটি কর্পোরেশন / পৌরসভার নির্ধারিত স্থানে কোরবানির পশু জবাইয়ের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য এস.এম.এস. এর দ্বারা সকলকে অনুরোধ জানানো।	১৫ জুন, ২০১৬ হতে।	স্থানীয় সরকার বিভাগ, তথ্য মন্ত্রণালয়, বিটিআরসি
	প্রতিটি নির্ধারিত স্থানে কোরবানির পশু জবাইয়ের জন্য তালিকাভুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা কোরবানি প্রদানকারীর সম্ভাব্য সংখ্যা জেনে নেওয়া ।	১৫ জুলাই, ২০১৬ হতে ঈদের ৭ দিন পূর্ব পর্যন্ত।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সিটি কর্পোরেশন
	প্রত্যেক তালিকাভুক্ত পশু জবাইকারীর জন্য জবাইয়ের স্থান চিহ্নিত করে তাকে দেখিয়ে দেওয়া । স্থানটি তালিকাভুক্ত জবাইকারির ক্রমিক নম্বরের অনুরূপ ক্রমিকনম্বর যুক্ত হতে পারে। সকল কোরবানিদাতা একই সময়ে জমায়েত হয়ে পরিস্থিতির অবনতি হতে না পারে সেজন্য প্রত্যেক পশু জবাইকারিকে সময় ও স্থান বরাদ্দ করে দিতে হবে। বরাদ্দকৃত সময় মোতাবেক কোরবানিদাতাদের আসার নির্দেশনা দিতে হবে। পূর্বেই কোরবানিদাতাদের ক্রম (সিরিয়াল) ঠিক করে কোরবানিদাতাগনকে জানিয়ে রাখতে হবে। কোরবানী পশু সনাক্তকরণের জন্য ট্যাগ প্রদান করতে হবে যেন কোন পশু ছুটে গেলে বা এলোমেলো হলে, তা চিন্হিত করা যায় ।	১ আগস্ট, ২০১৬ হতে ঈদের ৭ দিন পূর্ব পর্যন্ত। ।	সংশ্লিষ্ট স্হানীয় ওয়ার্ড কমিটি , স্থান পরিচালনা কমিটি, মেট্রোপলিটন পুলিশ (প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সিটি কর্পোরেশন বিষয়টি নিশ্চিত করবেন)
	কোরবানির জন্য সিটি কর্পোরেশন কী কী সুবিধা প্রদান করবে তার সম্পূর্ণ বিবরণ কোরবানীদাতাগণকে জানিয়ে দিতে হবে কোরবানিদাতা / দাতাগণকে কোন প্রকার ব্যয় বহন করতে হবে কিনা, কোন সাজসরঞ্জাম, লোকবল আনতে হবে কিনা তা পূর্বেই জনসাধারনকে অবহিতকরণ করতে হবে।	ঈদের ১৫ দিন পূর্বে	সিটি কর্পোরেশন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বিষয়টি নিশ্চিত করবেন।
	ঈদের দিন সকাল ৮.৩০ টা হতে শুরু করে ১২.০০টার মধ্যে কোরবানি প্রদান শেষ করার নির্দেশনা দিতে হবে ।	ঈদুল আজহার দিন	সংশ্লিষ্ট স্হানীয় ওয়ার্ড কমিটি, স্থান পরিচালনা কমিটি, মেট্রোপলিটন পুলিশ / জেলা পুলিশ (প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সিটি কর্পোরেশন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক বিষয়টি নিশ্চিত করবেন)
	কোরবানীদাতাগণ সহ এ প্রক্রিয়ায় জড়িত ব্যাক্তিবর্গ এবং মিডিয়কে বিভিন্ন রকম তথ্য প্রদান ও সহায়তার জন্য “তথ্য সহায়তা কেন্দ্র ” স্থাপন	ঈদের ১০ দিন পূর্ব হতে পরবর্তী ৩ দিন।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
	কোরবানিরস্থানের শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা	ঈদের ৩ দিন পূর্ব হতে পরবর্তী ৩ দিন।	মেট্রোপলিটন পুলিশ/ জেলা পুলিশ

খ। পশুদেহে রাসায়নিকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত

লক্ষ্য	সিদ্ধান্ত	সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ
১। খামার রেকর্ডভূক্তকরণ	জেলার গরু-ছাগলের খামারের সংখ্যা নির্ধারণ এবং রেকর্ডভুক্তকরণ।	২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বিএল আর আই, জেলাপ্রশাসক
২। গরু মোটাতাজাকরণ প্রযুক্তি অবহিতকরণ	রেকর্ডভুক্ত খামারি ও গরু ব্যাবসায়ীদের গরু মোটাতাজাকরণ এবং নিরাপদ মাংস উৎপাদনের সঠিক পদ্ধতি অবহিতকরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট উপজেলা, সিটিকর্পোরেশন ও পৌরসভায় কর্মশালা/ প্রশিক্ষণ প্রদান	১৫ মার্চ হতে	সংশ্লিষ্ট ভেটেরিনারি কর্মকর্তা
৩। জনমত গঠন	ক্ষতিকারক গ্রোথ হরমোন, স্টেরয়েড ও আন্টিবায়োটিকসমুহের নাম এবং এর প্রয়োগে গরু মোটাতাজাকরণের কুফল সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিতকরণ।	জানুয়ারি ২০১৬ হতে	মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয় (প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর), তথ্য মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য মন্ত্রনালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ
৪। ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা	মৎস্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০ এর বিধানের পরিপ্রেক্ষিতে গরু মোটাতাজাকরণে ব্যবহৃত নিষিদ্ধ ঔষধ, হরমোন ও ষ্টেরয়েড প্রয়োগকারি খামারি, কৃষক ও গরু ব্যাবসায়ী সনাক্তকরণের লক্ষ্যে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা এবং শাস্তিমুলক ব্যবস্থা গ্রহণ।	জানুয়ারি ২০১৬ হতে সারা বছর	মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয় (প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর), বিভাগীয় কমিশনার / জেলাপ্রশাসক (জেলা প্রশাসক বিষয়টি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন)

গ। বিবিধ সিদ্ধান্তসমুহঃ

১. উপস্থাপিত কর্মপরিকল্পনা ছক একটি আদর্শ নমুনা মাত্র। সিটি করপোরেশনের উন্নয়ন – সমন্বয়, সংশ্লিষ্ট স্টেডিং কমিটির সভা, পুলিশ, ভেটেনারি বিভাগসহ অন্যান্য বিভাগের সাথে আলোচনা করে, সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাগণ নিজ নিজ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করবেন। প্রয়োজনে বিভাগীয় প্রশাসন / জেলা প্রশাসন, মেট্রপলিটন / জেলা পুলিশ , প্রাণি সম্পদ বিভাগ, স্বাস্থ্য বিভাগসহ সরকারের অন্যান্য বিভাগের সাথে আলোচনা করে বিষদ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে ।

২. বিভাগীয় কমিশনারগণ উপস্থাপিত নমুনা কর্মপরিকল্পনার আলোকে আওতাধীন জেলা প্রশাসক ও পৌরসভার মেয়রগণদ্বারা কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের ব্যবস্থা করবেন ।

৩. বিভাগীয় কমিশনার ও সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাগণ প্রণীত কর্মপরিকল্পনা আগামি ৩১ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখের মধ্যে মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (দৃষ্টি আকর্ষণঃ মহাপরিচালক, জি আই ইউ), ও সচিব, স্থানীয়সরকার বিভাগ বরাবর প্রেরণ নিশ্চিত করবেন।

৪. নির্ধারিত স্থানে ২০১৬ সালের কোরবানির পশুজবাই নিশ্চিত করার জন্য সিটি করপোরেশন, বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক ও পৌরসভা এখন থেকেই কার্যক্রম শুরু করবে ।

৫. পশুজবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রন আইন, ২০১১ অনুযায়ী বাজারে সরবারহকৃত মাংস মানুষের খাদ্য হিসেবে নিরাপদ কিনা তা নিজ নিজ অধিক্ষেত্রে জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা এবংসিটি কর্পোরেশনের ভেটেরিনারি কর্মকর্তা নিয়মিত পরিবীক্ষণ করবেন এবং ভ্রাম্যমাণ আদালতের সহায়তাসহ অন্যান্য আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৬. প্রানিসম্পদ এবংস্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত আইন ছাড়াও মেট্রোপলিটন পুলিশ আইন বা অন্যান্য প্রচলিত আইনে গণউপদ্রব (পাবলিক নুইসেন্স) এর আওতায় জেলা পুলিশ / মেট্রোপলিটন পুলিশ যত্রতত্র পশুজবাই বন্ধ এবং অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় গবাদি পশুর মাংস বিক্রি প্রতিরোধ করবেন।

৭. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসনের পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় সরকার বিভাগ নির্দিষ্টস্থানে পশুজবাই নিশ্চিত করতে অগ্রণী সমন্বয়কের ভুমিকা গ্রহণ করবেন। সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভা এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় বাজেটের অনুরোধ করলে তা যাচাইপূর্বক স্থানীয় সরকার বিভাগ অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা করবেন। এছাড়া নিয়মিতভাবে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, প্রাণিসম্পদ অধিদিপ্তর, পুলিশ বিভাগ, সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ভেটেরিনারী কর্মকর্তা ও বর্জ্যব্যবস্থাপনা কর্মকর্তাদের সাথে সভা করে সিটি কর্পোরেশনের প্রণীত স্থানীয় কর্মপরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ উদ্যোগ নিবেন।

৮. তথ্য মন্ত্রণালয় অনুরুপভাবে স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, মেট্রোপলিটন পুলিশ, গণমাধ্যম (প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক) এবং সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহীদের সাথে নিয়মিত সভা করে জনস্বাস্থ্য, পরিচ্ছন্নতা, অন্যান্য মুসলিম প্রধান দেশ সমূহের উদাহরণ, পবিত্র হজব্রত পালনকারীদের সাক্ষাতকার, টিভিসি, অডিও কমার্শিয়ালস, পোস্টার, ব্যানার, বিজ্ঞাপন, নাটিকা প্রভৃতির মাধ্যমে গণজ্ঞাপন ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির চেষ্টা করবেন।

৯. জনসচেতনতা বৃদ্ধি, ভ্রাম্যমান আদালত, পুলিশি ব্যবস্থা বা অন্যান্য প্রশাসনিক কার্যক্রম সারা বছর চালু রাখতে হবে যাতে জনমনে এরূপ ধারনা না জন্মে যে নির্দিষ্ট স্থানে পশু জবাই বা পরিচ্ছন্নতা অভিযান শুধুমাত্র কোন নির্দিষ্ট উৎসবকে উদ্দেশ্য করে পরিচালিত হচ্ছে।

১০. বিভাগীয় কমিশনারগণ নিজ নিজ অধিক্ষেত্রে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে গ্রামীন এবং অন্যান্য শহর এলাকাতেও অনুরূপ পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি এবং নির্ধারিত স্থানে পশুজবাইয়ের বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত করবেন।

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্য সমাপ্ত করা হয়।

স্বাক্ষরিত / ১৪.০১.২০১৬
মোঃ আবদুল হালিম
মহাপরিচালক, গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব , মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, (দৃষ্টি আকর্ষণ –অতিরিক্ত সচিব, জেলা ও মাঠ প্রশাসন), বাংলাদেশ সচিবালয়
২. সিনিয়র সচিব ,স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ,বাংলাদেশ সচিবালয়
৩. সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়
৪. সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ,স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়
৫. সচিব, মৎস্য ও প্রানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়
৬. সচিব,তথ্য মন্ত্রণাল,বাংলাদেশ সচিবালয়
৭. সচিব ,ধর্ম মন্ত্রণালয় , বাংলাদেশ সচিবালয়।
৮. মহাপরিচালক (প্রশাসন), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

৯. মহাপরিচালক,মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর/বালাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান/বালাদেশ বেতার / বাংলাদেশ টেলিভিশন / তথ্য অধিদপ্তর / ইসলামিক ফাউন্ডেশন।
১০. বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম/ রাজশাহী/ খুলনা / বরিশাল /সিলেট/ রংপুর/ ময়মনসিংহ।
১১. ডি.আই.জি. পুলিশ , ঢাকা/চট্টগ্রাম/ রাজশাহী/ খুলনা/ বরিশাল/সিলেট/ রংপুর/ ময়মনসিংহ
১২. মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার, ঢাকা / চট্টগ্রাম /রাজশাহী /খুলনা/বরিশাল/ সিলেট/ রংপুর
১৩. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর /ঢাকা দক্ষিণ /চট্টগ্রাম /রাজশাহী / খুলনা / বরিশাল / সিলেট / রংপুর / নারায়ণগঞ্জ / কুমিল্লা /গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন
১৪. সচিব, বিটিআরসি, আইইবি ভবন, রমনা, ঢাকা
১৫. ভেটেনারি সার্জন, ঢাকা উত্তর /ঢাকা দক্ষিণ /চট্টগ্রাম /রাজশাহী /খুলনা/বরিশাল/ সিলেট/রংপুর/নারায়ণগঞ্জ/কুমিল্লা /গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন

অনুলিপিঃ

১. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টার একান্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
২. মুখ্য সচিবের একান্ত সচিব ,প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৩. সচিবের একান্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৪. মেয়রের একান্ত সচিব, ঢাকা উত্তর / ঢাকা দক্ষিণ /চট্টগ্রাম / রাজশাহী / খুলনা/বরিশাল/ সিলেট / রংপুর/নারায়ণগঞ্জ / কুমিল্লা / গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন (মেয়র মহোদয়ের সদয় অবগতিরজন্য)
৫. পরিচালক(প্রশাসন) /পরিচালক-৩/ পরিচালক (গবেষণা)/ পরিচালক(ইনোভেশন) জি আই ইউ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৬. উপপরিচালক (সকল) গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৭. মহাপরিচালকের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

১৪.০১.২০১৬
মোহাম্মদ আলী নেওয়াজ রাসেল
উপপরিচালক (গবেষণা),
গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
ফোনঃ +৮৮০-০২-৯১৩১৮৬৯
ফ্যাক্সঃ +৮৮০-০২-৯১৩১৮৬৯
ইমেইলঃ ddresearchgiu@pmo.gov.bd